ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ননদ শ্বেতার জন্মদিনে অনুপস্থিত ঐশ্বরিয়া, কিন্তু কেনো?

পৃঃ ৫

রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি হার্দিকের!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮২ ● কলকাতা ● ১০ চৈত্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৪ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের

প্রশাসনিক সুরাহা ও পুলিশি নিরাপত্তার আবেদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমাজের কম বেশি সবাই মান্যতা দেয়, লেখক বুদ্ধিজীবী ও কাগজের সম্পাদক হিসেবে মোটামুটি বাংলার বুকে কিছুটা হলেও খ্যাতি লাভ অর্জন করেছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর সাংবাদিকতা সঙ্গে যুক্ত, সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া ও তার কণ্ঠকে রোধ করার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে রাজনৈতিকগত ভাবে। যখন কোনোভাবে কিছু করে উঠতে পারছে না। তখনই তার পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত, তাকে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে লোকাল প্রশাসনের একাংশ ও রাজনৈতিক নেতারা। পরিকল্পিতভাবে তাকে যাতে মেরে দিতে পারে সে কারণেই মানসিক অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে লোকাল প্রশাসনের একাংশ ও রাজনৈতিক নেতারা। এসব ঘটনা ঘটছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের হেদিয়া গ্রামে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপরে। দীর্ঘদিন যাবত প্রশাসনিক বিভিন্ন আধিকারিকে লিখিত জানিয়ে মেইল করেও কোন সূরাও পায়নি সম্পাদক পরিবার সহ সম্পাদক আজকে দিন পর্যন্ত,পুলিশি নিরাপত্তা চেয়েও আজও মেলেনি,পার্সোনাল নিরাপত্তা । রাজনৈতিক নেতারা সম্পাদকের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবত তার উপরে মানসিক অবিচার অব্যাহত রেখেছে, তবুও পিছপা হয়নি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তার লেখনি থামায়নি, প্রতিবাদ করতেও ছাড়েনি। তাই পরিকল্পিতভাবে সম্পাদকের পরিবারের জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য বি এল আর অফিসের আধিকারিকের একাংশ ও রাজনৈতিক নেতারা বারবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, আপ এসবের প্রতিবাদ করতে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তাই তাকে খুন করতে পারে। সমস্ত ঘটনা প্রশাসনের সর্বত্রে লিখিত জানিও সুরাও মিলছে না।এদিকে হেদিয়াবাদ মৌজায় ৪৮০ নম্বর খতিয়ানে সম্পাদকের ঠাকুরদার বাবা সদানন্দ সরদারের নামে জমিটি ছিল, ১৯৯৩ সালের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের তিন ঠাকুরদার নামে জমিটি ওয়ারিস গন হিসেবে রেকর্ড হয়। সে জমিটির অরজিনাল সমস্ত ডকুমেন্টস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাছে রয়েছে। ক্যানিং মহকুমা ভুমি

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতার একটি আবাসনে

তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মুখে ফের অয়াকশনে সিবিআই। শনিবার সকাল থেকে কলকাতার একটি আবাসনে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। প্রায় ৮ থেকে ১০ জন অফিসার রয়েছেন সেখানে। সূত্রের খবর, যে ফ্ল্যাটে এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে, সেটি পেশায় ব্যবসায়ী ডি এল মৈত্র নামে এক ব্যক্তির। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা আবাসন।কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সাংসদ তথা লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। এদিনের এই তল্লাশির সঙ্গে তার যোগ থাকতে পারে বলে সূত্রের খবর। গত মঙ্গলবারই লোকপালের তরফে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় সিবিআই-কে। লোকপালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে তার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।সিবিআই অফিসারদের হাতে দেখা

এরপর ৩ পাতায়

রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

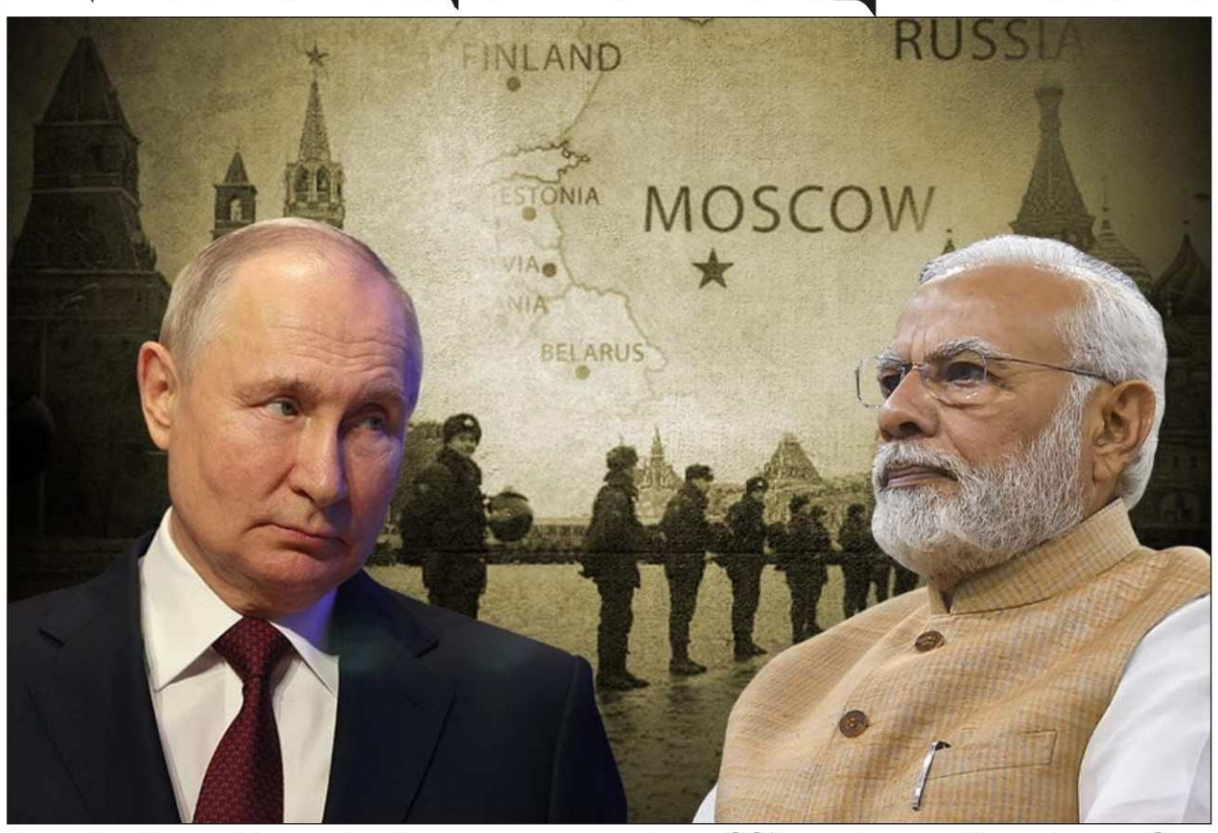

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বন্ধু দেশের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী।উল্লেখ্য, গতকাল মস্কো শহরের অদূরে ক্রকাস মিউজিক হল নামে একটি অডিটোরিয়ামে হামলা চালায় জঙ্গিরা। জানা গিয়েছে, তিনজন জঙ্গি কনসার্ট হলে দর্শক হিসেবে ঢুকেছিল। সেখানে 'পিকনিক' নামে একটি ব্যান্ডের গানের অনুষ্ঠান দেখতে জড়ো হয়েছিলেন অনেকেই। অনুষ্ঠান শুরুর মুখে হামলাকারীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। গ্রেনেডও ছোড়ে। অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট চলে তাণ্ডব। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কনসার্ট হলের ভিতরে দর্শকরা সবাই মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। হলের বেসমেন্টে শতাধিক মানুষ আশ্রয় নেন।শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, 'মস্কোর বুকে এই ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদ হামলার তীব্র নিন্দা করছি আমরা।ভুক্তভোগীদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল। রাশিয়ার সরকার ও রুশ জনগণের এই শোকের সময়ে ভারত পাশে থাকবে। আমরা সহমর্মী।' বলে রাখা ভালো, ভারতও সন্ত্রাসবাদের ভুক্তভোগী। পাকিস্তানের মদতে জেহাদি শক্তিগুলো দশকের পর দশক

এরপর ৩ পাতায়

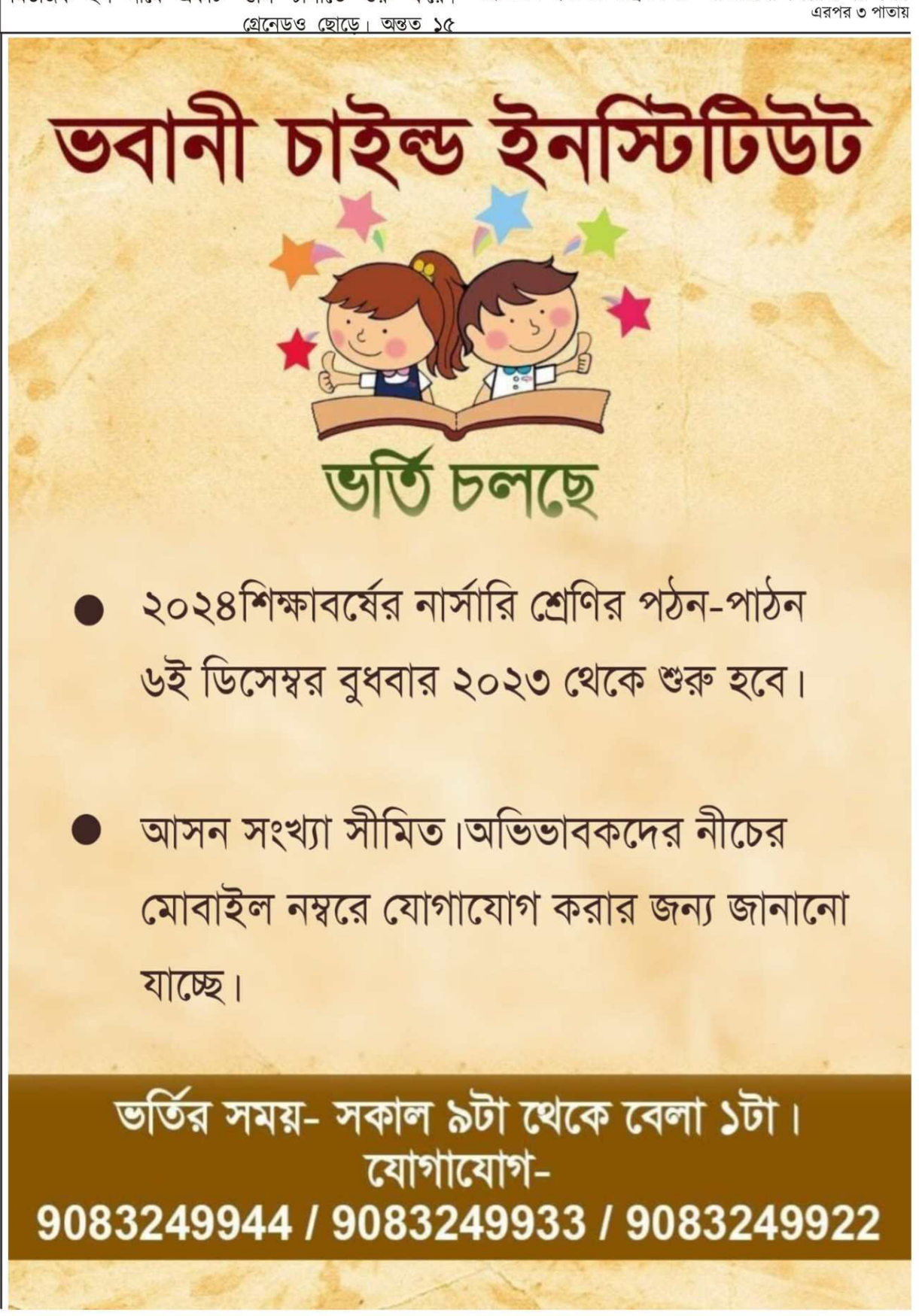

লোকসভা ভোট সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল

মায়াপুর ইসকনে ও নবদ্বীপের পথে পথে বাউল গানে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : আসন্ন ২০২৪ লোক সভা ভোটের ৭ দফায় দিনক্ষন স্থির হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দল গুলি দেওয়াল লিখনে ও নির্বাচন প্রচারে সভায় বাস্ত্য। অপরদিকে বর্ধমান জেলা প্রশাসন নির্বাচন দপ্তরের এবং রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে লোক সভা ভোট সচেতন করতে বাউলগানে পথে নেমে পড়েছেন। ২৩ মার্চ সুদূর পূর্ব বর্ধমান থেকে এসে নদীয়া জেলার মায়াপুরের পথে পথে ইসকনের সামনে ও নবদ্বীপের পথে পথে ভোট সচেতন করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল কোল ডুগী ও হাতে একতারা নিয়ে বাউল গানে। স্বপন দত্ত বাউল নিজের লেখা বাউল সুরে বাউল গানে গানে ও তার মূল্যবান বক্তব্যে বলছেন নিজের ভোট নিজে দাও, ভোট নষ্ট কেউ কোরো না। শান্তিপূর্ণ ভোট দাও, শান্তি ভঙ্গ কেউ কোরো না। আবার বলছেন অঙ্গীকার করতে হবে সবারে , শান্তিপূর্ন নির্বাচন হয় যেনো রে। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোটে জাত ধর্মের ভেদাভেদে , গোষ্ঠীর প্রলোভনে কেউ পোড়ো না ।। বক্তব্যে বলছেন গনতন্ত্রে আস্থা রেখো মন, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করো সর্বক্ষণ । একটি ভোটের মূল্য অনেক, মানুষ যদি ভোট না দেয় , ভোটার কার্ডের মূল্য রবে না।। গানে গানে মূল্যবান কথা বললেন নির্বাচন কমিশন বার বার বলে , ভোটার কার্ড আনবে সকলে । সকাল সকাল ভোট দিতে গেলে ,

এরপর ৩ পাতায়

ভূমিজ মুন্ডা সমাজের উদ্যোগে

বীরসা মুন্ডার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সারহুল উৎসব

সন্ন্যাসী কাউরী, পাঁশকুড়া, ২৩ মার্চ : নিউজ সারাদিন : সারহুল উৎসবের দিনে বীরসা মুন্ডার পূর্ণ অবয়বের উদ্বোধন করল আদিবাসি ভূমিজ মুন্ডা সমাজের মানুষজন।

শনিবার পাঁশকুড়া ব্লকের বেনাগোলেসা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা সসমাজ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সারহুল উৎসব আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন আদিবাসী সমাজের মানুষজন ধামসা মাদলের তালে নাচে গানে পদযাত্রার আয়োজন করেন। সচেতনতা শিবির ও আলোচনা সভার আগে সারহুল উৎসবে মেতে ওঠেন আদিবাসী সমাজের মানুষজন। এদিন বেনাগলেসায় বীরসা মুন্ডার পূর্ণ অবয়বের উদ্বোধন করেন ভারত মুন্ডা সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ সিং। এদিন সচেতনতা শিবিরে আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ সিং, শুভঙ্কর সিং, জগাই লায়েক, উত্তম কুমার লায়েক, মিন্টু সিং সহ অন্যান্যরা। রবীন্দ্রনাথ সিং বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাথে আদিবাসীদের ইতিহাস ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ইতিহাসকে সুপরিকল্পিতভাবে আজ বিকৃত করা হচ্ছে। আজও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন ভাবে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে এদেশের আদিবাসী সমাজের মানুষজন। নানান কারণে আদিবাসী সমাজের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় অল্প বয়সে। বাল্য বিবাহ রুখতে এবং আদিবাসী সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বার্তা দেন বক্তারা। বক্তারা আরও বলেন, নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য , পরম্পরা অক্ষুন্ন রেখে আদিবাসী সমাজের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

গ্যালতসুয়েন জেটসান পেমা ওয়াংচুক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাসপাতালের উদ্বোধন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী শেরিং তোবগে থিম্পুতে ভারতের আর্থিক সহায়তায় তৈরি অত্যাধুনিক গ্যায়াতসুয়েন জেটসান পেমা ওয়াংচুক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। দুটি পর্যায়ে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালের উন্নয়নে সহায়তা করেছে ভারত। প্রথম পর্যায়ে ২০১৯ সাল থেকে চালু থাকা ওই হাসপাতালের নির্মাণে ২২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ থেকে হাসপাতালের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং ১১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। নব নির্মিত এই হাসপাতালে মা ও শিশুদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে। হাসপাতালটিতে শিশু, স্ত্রীরোগ এবং সদ্যোজাত শিশুদের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ও অপারেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ভারত - ভূটান অংশীদারিত্বের দৃষ্টান্ত হল এই হাসপাতাল।

বার্কেনস্টক পূর্ব ভারতে

তাদের খুচরো উপস্থিতি বাড়িয়েছে কলকাতায় এখন তাদের নতুন দোকান সহ

বার্কেনস্টক, জার্মান-ভিত্তিক গ্লোবাল জেইটগেইস্ট এবং পারপাস ব্র্যান্ড, সিটি অফ জয় কলকাতাতে তাদের প্রথম স্টোর চালু করার কথা ঘোষণা করতে পেরে খুবই আনন্দিত ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত ট্র্যাক করা যেতে পারে এমন একটি ইতিহাসের সাথে, বার্কেনস্টক যে ফুটবেডের উদ্ভাবক, সেটি ভারতে তার রিটেইল ফুটপ্রিন্ট প্রসারিত করছে। কোয়েস্ট মলে কৌশলগতভাবে অবস্থিত, স্টোরটি গ্রাহকদের জন্য তাদের দরজা খুলে দেয়।

Kolkata, 12th March 2024: নিউজ সারাদিন : শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোয়েস্ট মলে অবস্থিত এই নতুন স্টোরটি সাম্প্রতিক কালেকশন এবং সিলুয়েট প্রদর্শন করবে, যা দর্শকদের বার্কেনস্টক-এর আইকনিক কারুশিল্প এবং গুণমানের প্রতি অঙ্গীকারের প্রথম অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। স্টোরটি ৫৮০ংয়.ভঃ এর একটি নান্দনিকভাবে তৈরি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত যেখানে অ্যারিজোনা, গিজেহ, মাদ্রিদ, বোস্টন, মায়ারি, বেন্ড, উজি, স্ট্যালন, জ্যাকসন এবং আরও অনেক কিছুর মতো আইকনিক শৈলী রয়েছে।

জেনস হ্যাটাব, বার্কেনস্টক-এ মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ভারতের আঞ্চলিক ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেছেন, "ভারত আমাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বাজার এবং বাজারের উন্নতি দেখে আমরা রোমাঞ্চিত। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণে বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হওয়ার পর, আমরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে পৌঁছাতে পেরে আনন্দিত। কলকাতা আমাদের জন্য সত্যিই একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্থান। আমরা ভারতীয় বাজারে আমাদের বৃদ্ধি দেখে আনন্দিত এবং আমরা অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব যা সারা দেশে ব্র্যান্ডের উপস্থিতিকে সমর্থন এবং উন্নত করতে সহায়তা করে"।

"কলকাতা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য একটি মূল বাজার এবং আমরা আমাদের গ্রাহকদের কাছে আমাদের সেরা শৈলী এবং সংগ্রহ নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত। দেশ জুড়ে আমাদের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যথেষ্ট কাজ করার পর, আমরা কলকাতায় আমাদের গ্রাহকদের স্বাগত জানাতে উন্মুখ" বলেছেন বিনয় বানসাল, যিনি বার্কেনস্টক ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নিজস্ব আইকনিক ফুটওয়্যার এবং কালজয়ী উত্তরাধিকারের জন্য বিশ্বব্যাপী পালিত একটি ব্র্যান্ড হিসেবে, বার্কেনস্টক ভারতের অন্যতম ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ শহরগুলিতে তার উপস্থিতি প্রসারিত করতে পেরে রোমাঞ্চিত। আইকনিক ফ্যাশনেবল শৈলীর একটি পরিসর সহ, কলকাতার প্রথম বার্কেনস্টক স্টোরটি প্রকৃতপক্ষে এলাকায় ব্র্যান্ডের অনুগতদের কাছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আকাঙ্খা ছিল।

স্টোরের তথ্য - কোয়েস্ট মল, কলকাতা

দোকানের নাম: বার্কেনস্টক, কোয়েস্ট মল

ঠিকানা: বার্কেনস্টক, কোয়েস্ট মল, ৩৩, বেক বাগান রো, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

খোলার সময়: সকাল ১০টা - রাত ৯:৩০

কৃষ্ণনগর আমঘাটা লাইনে চার গেটের জন্য ডেপুটেশন,

সি আর এস জানিয়ে দিল পূর্ব রেল

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : কৃষ্ণনগরের চার গেট এলাকার রেলগেটের দাবিতে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় মানুষেরা আনেদালন চালাচ্ছিল। কখনো পথ অবরোধ, বিক্ষোভ, পথ চলতি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন দেওয়ার হয়েছিল। সর্বশেষ জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কৃষ্ণনগরথেকে আমঘাটা ন্যারো গেজ থেকে ব্রডগেজ রেললাইন হওয়ার জন্য আগে এন এইচ ৩৪ ছিল বর্তমানে এন এইচ ১২ এর নিচে অনাদিনগর চার গেটে রেলগেটের দাবিতে মাননীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্র এর নিকট রেলগেটের দাবিতে আবেদন জানানো হয়।উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সেবা দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ মুখার্জী রাজ্য কংগ্রেসের সেবা দলের রাজ্যসম্পাদক প্রদীপ রায় সমাজসেবী গান্ধীকুন্ডু মহাশয় এবং উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের সভাপতি তুষার চক্রবর্তী, এছাড়া স্থানীয় অনেক নেতৃত্ববৃন্দ ও সমাজসেবকগন। জেলা শাসকের নিকট রেলগেটে দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছিলেন কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কার্তিক ঘোষ, ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের প্রধান খোকন মন্ডল, কিশোর ক্যাথলিক চার্চ এর ফাদার এবং কৃষ্ণনগর ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজ সেবি কাজল কর মহাশ য় এ ছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য এটি একটি প্রধান ব্যস্ততম রাস্তা, কৃষ্ণনগর শহরের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য এটাই এক মাত্র পথ। এই পথ আটকে দিলে অনেক দূর ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। এই রাস্তার আশেপাশে অনেক অফিস রয়েছে, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদের সমস্যায় পড়তে হবে। কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত এটি ছোট রেল লাইন ছিল দীর্ঘ বছর বন্ধ থাকার পর আবার পুনরায় ব্রডগেজ এ পরিণত হয়ে আম ঘাটা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হবে। খুবই দ্রুততার সহিত কাজ চলছে। এই রেলপথ নবদ্বীপ ভাগীরথী গঙ্গার ওপর রেল ব্রিজ দিয়ে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন এর সঙ্গে যুক্ত হবে। রেল ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু রেললাইন পাতার জন্য উপযুক্ত জায়গা না পাওয়ার জন্য কাজ আপাতত বন্ধ আছে। বিভিন্ন রকম সূত্রে পাওয়া খবর রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার উভয় চেষ্টা চালাচ্ছে যত দ্রুততার সহিত এই কাজ সম্পন্ন করার। এই পথ চালু হলে বহু মানুষ খুব অল্প সময়ে শিয়ালদাহে পৌঁছাতে পারবে।

চার গেটের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়ার পর জেলাশাসক জানিয়েছেন রেল দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন সহ সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টা যাতে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা হয় তার চেষ্টা চালানো হবে।

পূর্ব রেল সি আর এস দিয়ে জানিয়ে দিল ২২ শে মার্চ ২৪

এরপর ৩ পাতায়

রাষ্ট্রীয় সফরে ভুটানে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভুটানের পারো'তে এসে পৌঁছলেন। ভারত ও ভুটানের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের মতবিনিময় হয়। সেই ধারাকে বজায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রতিবেশী সর্বাগ্রে' নীতি অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর।

পারো বিমানবন্দরে শ্রী মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী শেরিং টোবগে। এরপর, চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারেও তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

এরপর ৩ পাতায়

এখনো ভয় দেখাচ্ছে

শাহজানের লোকজন, অভিযোগ বিজেপি নেত্রীর কাছে

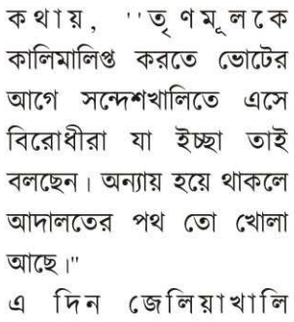

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ, আত্মীয় আরও ছ'জনকে ইডি'র আধিকারিকদের উপরে হামলা ও সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনায় ফের ছ'দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিল বসিরহাট আদালত। বাকি দু'জনের জেল হেফাজত হল শুক্রবার। সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, ছ'দিন পরে ফের আদালতে হাজির করানো হবে শাহজাহানকে।সন্দেশখালি ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেশ্বর সর্দারের কথায়, ''তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে ভোটের আগে সন্দেশখালিতে এসে বিরোধীরা যা ইচ্ছা তাই বলছেন। অন্যায় হয়ে থাকলে আদালতের পথ তো খোলা আছে।"

এ দিন জেলিয়াখালি পঞ্চায়েতের পূর্ব জেলিয়াখালি হাড়িরাম পাড়ায় গ্রামবাসীরা রাস্তার উপরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামের ভিতরে মিছিল করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এখনও শিবপ্রসাদ হাজরার অনুগামীরা তাঁদের হুমকি দিচ্ছে।

সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, "যাঁরা বিজেপি নেত্রীদের কাছে অভিযোগ করেছেন, সুরাহা হয়নি। পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করুন, নিশ্চয়ই সমাধান হবে।"অন্য দিকে, এ দিনও জেলিয়াখালি উত্তপ্ত হল শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের হুমকি নিয়ে। টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন বাসিন্দারা। এ দিনই বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সভাপতি ফালগুনী পাত্র-সহ বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ সন্দেশখালির চারটি পঞ্চায়েত এলাকায় যান হাই কোর্টের অনুমতি নিয়ে। বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে

এরপর ৪ পাতায়

বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে

এবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ অরবিন্দ কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে এবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সদ্য বৃহস্পতিবার তিনি গ্রেফতার হন। এরপরই শুক্রবার তাঁকে দিল্লির রউস খাস কোর্ট ২৮ মার্চ পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এদিকে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল শিবিরের দাবি, গ্রেফতারি ও রিমান্ড দুটিই বেআইনি।কোর্টের নির্দেশের পরই সাংবাদিকরা কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন? কেজরির সাফ জবাব ছিল, 'প্রয়োজনে জেল থেকে সরকার চালাব।' তবে তিনি স্পষ্ট জানান, 'মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেব না।' এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল বিস্ফোরক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'মোদীর ক্ষমতার অহংকার গ্রেফতার করিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে'। এরপর শনিবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেল থেকে পাঠানো এক বার্তা জনতা ও আম আদমি পার্টির সদস্যদের উদ্দেশে পড়ে শোনান সুনীতা। সেখানে কেজরিওয়াল আবেদন করেন আপ সমর্থকদের, যাতে তাঁরা 'বিজেপি কর্মীদের ঘৃণা না করেন। তাঁরা আমাদেরও ভাই বোন।' কেজরিওয়াল দাবি করেন, তিনি জেল থেকে খুব শিগগিরই বের হবেন। প্রসঙ্গত, সামনেই লোকসভা ভোট। তার আগে, আম আদমি পার্টির প্রধানের গ্রেফতারি পার্টির জন্য একটি তাবড় ধাক্কা। ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লির রাস্তায় নামেন পার্টির প্রথমসারির নেতা মন্ত্রী, ভাগবন্ত মান, সৌরভ ভরদ্বাজ, অতশীরা। এরই মাঝে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল। এদিকে, ভোটের মুখে দলীয় প্রধানের এভাবে গ্রেফতারি ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে আম আদমি পার্টি।আর সেই দাবি তুলে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়ে কেজরিওয়াল শিবির এবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ।

শুক্রবারের কোর্টের নির্দেশে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডির হেফাজত দেওয়া হয়। তারপরই শনিবার কেজরিওয়াল দ্বারস্থ হন দিল্লি হাইকোর্টের। কেজরিওয়াল শিবিরের আইন সংক্রান্ত টিমের আর্জি, রবিবার ২৪ মার্চ জরুরি ভিত্তিতে যাতে এই মামলার শুনানি হয় দিল্লি হাইকোর্টে। প্রসঙ্গত, ২৫ মার্চ হোলি রয়েছে। এদিকে, এই আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির দাবি ছিল যে, আর্থিক তছরুপের মামলায় কেজরিওয়াল সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন। সেই দাবিতে টিকে থেকে ইডি কেজরিওয়ালের ১০ দিনের হেফাজত চেয়েছিল শুক্রবার। ইডির দাবির পর শুক্রবার দিল্লির ট্রায়াল কোর্টে কেজরিওয়ালকে ৬ দিনের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১-ম পাতার পর

নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের প্রশাসনিক সুরাহা ও পুলিশি নিরাপত্তার আবেদন

আধিকারিক দ্বীপায়ন খাসনবীস সাহেবের কাছে লিখিত ভাবে জানিয়ে ছিল সম্পাদক নিজের। আধিকারি সাহেবকে বলেছিল এই রেকর্ডটি কম্পিউটার রেকর্ড আপডেট টা করে দিন। উনি কিছুদিন পরে বললেন একটি এফিটএভিট করে দাও তিনজন ওয়ারিশ হিসাবে, আমি কম্পিউটার রেকর্ড আপডেট করে দেবো। সেই মতন কোর্টে আইনজীবীদের দিয়ে এপিটএপিট করে দেয়া হলো ক্যানিং মহকুমার ভূমি আধিকারিক কে। এরপর বলল একটু অনলাইন করে দিতে হবে, সেই মতো অনলাইন ও করে দেয়া হলো। তারপর বলছে হার্ডকপি গুলো সমস্ত ডকুমেন্টস বিএলআর ক্যানিং টু অফিসে জমা দিতে হবে, আধিকারিক এর সমস্ত কথা শুনলেন মৃত্যুঞ্জয় বাবু ।সেই মতন কাগজ জমা করাতে গিয়ে ঘন্টা দুইয়েক বি এল আর অফিসে হয়রানি হতে হল সম্পাদকে পরিবারের লোকজনের। এইভাবে একটার পর একটা হয়রানি হতে হলো শারীরিক ও মানসিকভাবে একটা পর একটা অমানবিক নির্যাতন । তারপর তদন্তর নামে অফিসারদের আরও এক ফন্দি , পাঁচজন এক্সট্রা ওয়ারিসগণের নাম সাজিয়ে গুছিয়ে জুড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করল তদন্তকারী অফিসাররা ।এবিষয়ে অফিসারকে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রশ্ন করল, আমি যে ডকুমেন্টগুলো দিয়েছি। সেই ডকুমেন্টগুলো অথেনটিক্স নয় সেটা প্রমাণ করান । সে কথার কোন সদ উত্তর দেয়নি প্রশাসনের একাংশ ।তবে সেটা তো প্রমাণ করাতে পারবে না বলে জানিয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। প্রশ্ন হল যে জমিটির ১৯৯৩ সালে রেকর্ড হলো তিনটি নামে নন্তু সরদার, রতন সরদার ও রজনী সরদার এই তিনজন সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঠাকুরদা। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিজের ঠাকুরদা নন্তু সরদার। সেই রেকর্ডটা আধিকারিকরা কিভাবে, কোন আইনের বলে অস্বীকার করছে? দীর্ঘ ৩৫ বছর রেকর্ড পাওয়ার পরে একজন কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি বি এল আর ও অফিসে। তাহলে কিসের বলে আর পাঁচজনার নাম ওয়ারিশ হিসাবে অফিসাররা সাজেস্ট করছে। তাহলে কী তদন্তকারী অফিসাররা পাঁচটা বোন আছে বলে দাবি করছে কাদের কথা অনুযায়ী, এইসব অফিসারদের কাছে অথেনটিক্স বাকি কাগজপত্র আছে। অফিসাররা এই পাঁচ বোনকে স্বশরীটি হাজির করতে পারবে তো? মৃত্যুঞ্জয় বাবু এ বিষয়ে বলেন অফিসারদের ক্ষমতা নেই পাঁচটা বোনকে সশরীরে হাজির করানো , এটা চক্রান্ত অফিসারদের । অফিসাররা নিজেদেরকে বাঁচাতে যুক্তি খাড়া করছে পাড়ার লোক বলছে তাই তারা তন্তের রিপোর্ট করবে। পাড়ার লোকরাতো রাজনৈতিক নেতা ।তারা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমি কেড়ে নিতে চায় রাজনৈতিকতভাবে সেই চেষ্টা চালাচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত । আর সেই পাড়ার লোকের কথা শুনে তদন্তকারী অফিসাররা রিপোর্ট করতে চাইছে,তার মানে পরিষ্কার তদন্তকারী অফিসাররা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সম্পাদকের পরিবারের জমি কেড়ে নিতে চায় । তা না হলে ১৯৯৩ সালে যে রেকর্ডটি হল সেই রেকর্ডটি অস্বীকার করতে পারেন কিভাবে? উনাদের কাছে কি প্রমাণ আছে যে সম্পাদকের পরিবার অন্য পাঁচটা বোন আছে । সবটাই কি জমি সাজানো পরিকল্পনা, এইভাবে মানসিক টেনশন দিয়ে দিয়ে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে একটু একটু করে। তা না হলে অফিসারদের এত কিসের দায় যে জমি টি ১৯৯৩ সালের রেকর্ড হয়ে আছে, সেই রেকর্ড অনুযায়ী উনারা করতেই পারছেন না কম্পিউটারে রেকর্ডটি। অন্যদিকে যখন সবকিছু মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রতিবাদ করছে , তখন নেতাদের একাংশ সুপরিকল্পিতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অভ্যন্তরে রেখেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে জানুয়ারির ১০ তারিখে আলিপুরের মত জায়গাতে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদার যত প্রতিবাদ করছে আধিকারিকরা কোমর বেঁধে লেগেছে কিভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে জব্দ করে, তার জমি জায়গাগুলো কেড়ে নেওয়া যায়। তা না হলে দিনের পর দিন তার পরিবারের উপর এমন অবিচার ,মানসিক অত্যাচার এবং হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে, ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের কাছ থেকে? কেনই বা সরকারিভাবে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে না সম্পাদক ও সম্পাদক পরিবারের সমস্ত সদস্যের জন্য! ভোট এলে সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা মেতে ওঠে রাজনৈতিক নেতারা, কারণটা কিসের। ভোট গণনার পরে সম্পাদকের পুকুরে বিষ দিয়ে দেওয়া, ফিশারি লুটপাট করে নেওয়া, জমি জায়গা দখল নেওয়া হয় বা কেন? বিগত দিনের ভোটে তার উদাহরণ রয়েছে! এবারে যে নিরাপত্তায় থাকবে সম্পাদকের পরিবার সেটা বোঝা বড় দায়, সে কারণে দীর্ঘদিন যাবত সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রশাসনিক সূরাহ সহ নিরাপত্তার দাবি করে আসছে। আজও সূরাহ ও নিরাপত্তা মেলেনি।

১-ম পাতার পর

রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

ধরে সক্রিয়। জম্মু ও কাশ্মীরকে বার বার রক্তাক্ত করেছে লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিনের মতো আইএসআইয়ের পুতুল সংগঠনগুলো। বিগত কয়েক বছরে দেশে সক্রিয় হয়েছে আল কায়দা ও ইসলামিক স্টেটও। তাই জঙ্গি হামলার ব্যথা ও বেদনা দুই-ই ভারতের জানা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বন্ধু দেশের এই বিপদে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মোদি। এদিকে, মস্কোর কনসার্ট হল হামলায় মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। এপর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৬০ জন। তা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ অন্যান্য দেশগুলো। এই হামলাকে 'নিকৃষ্ট ও কাপুরুষোচিত' বলেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, মস্কোয় হামলা চালানোর ছক কষছে সন্ত্রাসবাদীরা এই খবর নাকি আগেই আমেরিকার কাছে ছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে মস্কোর মার্কিন দূতাবাস এই মর্মে একটি সতর্কবার্তাও জারি করে। একই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল সুইডেনও।

১-ম পাতার পর

কলকাতার একটি আবাসনে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা

গিয়েছে প্রিন্টার। বিশেষ কোনও নথির খোঁজে তদন্তকারীররা ওই বাড়িতে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এদিন তল্লাশি চলাকালীন ওই আবাসনের নিরাপত্তা রক্ষীকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানান ডি এল মৈত্র যে ফ্ল্যাটে থাকেন, সেখানেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কে এই ডি এল মৈত্র? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরাপত্তা রক্ষী জানান, উনি মহুয়া মৈত্রের বাবা। এছাড়া তল্লাশি চলাকালীন এই মহিলাকে গাড়িতে চেপে এসে ওই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে দেখা যায়। গাড়ির চালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, যে মহিলা আবাসনে প্রবেশ করলেন তাঁর নাম মঞ্জু মৈত্র। প্রশ্ন করলে তিনি জানান, মঞ্জু মৈত্র হলেন মহুয়া মৈত্রের মা। তবে মহুয়া মৈত্র এই ফ্ল্যাটে নেই।

২ পাতার পর

রাষ্ট্রীয় সফরে ভুটানে প্রধানমন্ত্রী

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ভুটানের রাজা জিগমে খেসর নামগিয়েল ওয়াংচুক এবং চতুর্থ রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রী থিম্পুতে অত্যাধুনিক গিয়ালসুয়েন জেৎসুন পেমা মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হসপিটালের উদ্বোধন করবেন। ভারতের সহায়তায় এই হাসপাতালটি নির্মিত হয়েছে।

২ পাতার পর

লোকসভা ভোট সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল মায়াপুর ইসকনে ও নবদ্বীপের পথে পথে বাউল গানে

দাঁড়াতে তোমার হবে না, সময় বেশি লাগবে না । পুলিশ প্রশাসনের ছায়ায় শান্তি ভঙ্গ হবে না। স্বপন বাউল সংবামাধ্যমের মুখো মুখি হয়ে বলেন ভোট এলেই দেখেছি অনেক জায়গায় শান্তি ভঙ্গ হয় তাই সুস্থ শান্তিময় সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমি নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় লোক সভা ভোট সচেতন করতে বাউল গানে পথে নেমেছি নিজের ভোট নিজে দাও শান্তি পূর্ন ভোট দাও। ভোটের দিন প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নদিয়া জেলার মায়াপুরে ও নবদ্বীপে ভোট সচেতন করে জনগণের কাছে অনেক অনেক ভালোবাসা পেলাম। আমি সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে আমি লোক সভা ভোট সচেতন করব এর জন্য কারো কাছে কোনো পারিশ্রমিক নেব না জেলা , রাজ্য ও দেশকে ভালোবেসে। আমি এর আগেও নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে লোক সভা, বিধান সভা, পঞ্চায়েত , পৌরসভা নির্বাচন গুলিতে ভোট সচেতন করে বহুল প্রশংসিত হয়েছিলাম। আমি আশা করব আমার এই নিজের ভোট নিজে দাও শান্তি পূর্ণ ভোট দাও এই শান্তির বার্তা শুনে বাউলের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ভোট সচেতন দেখে সকল জনগন ও পুলিশ প্রশাসন শান্তিপুর্ন ভাবে লোক সভা নির্বাচনকে সফল করার চেষ্টা করবেন।

২ পাতার পর

কৃষ্ণনগর আমঘাটা লাইনে চার গেটের জন্য ডেপুটেশন, সি আর এস জানিয়ে দিল পূর্ব রেল

(কে. রাজকুমার, Dy. Com. chg) আগামী২৭/০৩/২০২৪ তারিখ এই রেলপথের ট্রায়াল চলবে।শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর স্পেশাল ট্রেন ৭:৩০ মিনিটে ছাড়বে পৌছবে ৯:৫৫ মিনিটে। কৃষ্ণনগর স্টেশন ইনস্পেকশন করবে দশটা থেকে দশটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত। কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা হল্ট পর্যন্ত ১০:৪০ মিনিট থেকে১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত মোটর ট্রলি ইন্সপেকশন চলবে। আমঘাটা হল্ট স্টেশন ইন্সপেকশন ১২:৩০ থেকে ১২ঃ৪০,রিটার্ন বাই রোড ১৩:০০থেকে ১৩:২০ আমঘাটা হল্ট থেকে কৃষ্ণনগর স্টেশন। স্পিড ট্রায়াল ১৩:৩০থেকে ১৩:৪০ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা হল্ট।আমঘাটা হল্ট স্টেশন থেকে ১৩:৫০ ছেড়ে স্পেশাল ট্রেন ১৬:৪০ মিনিটে শিয়ালদহ ফিরে যাবে বলে পূর্ব রেল সূত্রে খবর।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮২ সংখ্যা ২৪ মার্চ, ২০২৪ রবিবার ১০ চৈত্র, ১৪৩০

৩ পাতার পর

এখনো ভয় দেখাচ্ছে শাহজানের লোকজন, অভিযোগ বিজেপি নেত্রীর কাছে

কথা বলেন। অভিযোগ শোনেন।জেলিয়াখালিতে হালদারপাড়ায় পৌঁছতেই দুই বিজেপি নেত্রীকে ঘিরে ধরে গ্রামের মহিলারা জানান, এখনও শাহজাহান বাহিনী ভয় দেখাচ্ছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ভারতীরা। বেলা ১২টা নাগাদ সন্দেশখালি থানার জেলিয়াখালিতে যান বিজেপির দুই নেত্রী। এখানে পানীয় জলের সমস্যা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গত বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিজেপি নেত্রীরা গ্রামবাসীদের বাড়িতে গিয়েও অভিযোগ শোনেন। পরে তাঁরা যান দুর্গামণ্ডপ পঞ্চায়েতের সুখদুয়ানি গ্রামে। এখানে কয়েক দিন আগে গ্রামবাসীরা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে রাস্তার ইট চুরির অভিযোগে তাঁকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। গ্রামের অনেকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে জমি দখল, অত্যাচারের অভিযোগ করেন।এরপরে বেড়মজুর ১ ও ২ পঞ্চায়েত এলাকাতেও যান বিজেপি নেত্রীরা। ফালগুনী বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীত্বে সন্দেশখালিতে শাহজাহান বাহিনী অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করেছিল। মানুষের উপরে অত্যাচার ও শোষণের বহু অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ বিভিন্ন সময়ে আমাদের সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রামে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল। হাই কোর্টের অনুমতি নিয়ে আমরা ঢুকলাম। এখনও ভয় দেখানো চলছে শুনলাম।" ভারতীও বলেন, "প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, পুলিশকেও ছাড় দেওয়া হবে না।"

সম্পাদকীয়

৭১ ঘন্টা তল্লাশি স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে

জেলবন্দি মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার সেই রেকর্ড ভেঙেই দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস! নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জীবনের বাড়িতে টানা ৬৫ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ।যদিও তৃণমূলের মধ্যে কৌতূহল, দুশ্চিন্তার চোরাস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ঘরোয়া আলোচনায় উতকণ্ঠার কথা গোপন করছিলেন না তৃণমূলের নেতারাও। শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার এক তৃণমূল নেতা ঘরোয়া আলোচনায় বলেন, "স্বরূপের বাড়ির তল্লাশি দেখে আমার অজয় দেবগণের 'রেড' সিনেমাটার কথা মনে পড়ছে।" রাজকুমার গুপ্ত পরিচালিত সেই ছবিতে অজয় ছাড়াও ছিলেন সৌরভ শুক্ল, ইলিনা ডি'ক্রুজ়। তাতে তল্লাশির বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছিল। তৃণমূল নেতারা ঘনিষ্ঠ বৃত্তে স্বগতোক্তির মতো বলে ফেলছিলেন, "কী এমন আছে!" কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, এর পর না বিষয়টি ইডির হাতে চলে যায়। যদিও শাসকদলের নেতারা প্রকাশ্যে স্বরূপের বাড়ির আয়কর হানাকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। যে কথা বলেছেন মন্ত্রী অরূপ নিজেও। শেষপর্যন্ত প্রায় ৭০ ঘণ্টা পর স্বরূপের বাড়ি ছাড়ল আয়কর কর্তাদের দল। তত ক্ষণে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে।

তার পর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। আর স্বরূপের বাড়িতে প্রায় ৭০ ঘণ্টা তল্লাশির পর আয়কর (আইটি) বিভাগের কর্তারা শনিবার সকালে বের হয়েছেন। কয়েকটি রিয়েল এস্টেট সংস্থার আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে স্বরূপের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে আইটি।

গত বুধবার সকাল ৭টায় স্বরূপের নিউ আলিপুরের সাহাপুর কলোনির ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল আয়কর কর্তাদের দল। তার পর থেকে টানা তল্লাশি চালিয়ে যান তাঁরা। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় তল্লাশি ৬০ ঘণ্টার গণ্ডি পার করেছিল। সেই সময়েই তৃণমূলের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, স্বরূপ কি তা হলে জীবনকৃষ্ণের রেকর্ড ভেঙে দেবেন? দেখা গেল, বাস্তবে হলও তা-ই। স্বরূপের বাড়িতে ইডি তল্লাশি ৬৫ ঘণ্টা পার করে ফেলেছিল শুক্রবার রাত ১২টা পেরিয়ে শনিবার পড়তেই। অবশেষে শনিবার ভোর পৌনে ৫টা নাগাদ আইটি টিম স্বরূপের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তার পরে স্বরূপ জানিয়েছেন, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' চরিতার্থ করতেই ওই তল্লাশি। তবে দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বরূপ এবং তাঁর কাউন্সিলর স্ত্রী জুঁই বিশ্বাসকে দৃশ্যতই বিধ্বস্ত দেখিয়েছে। রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি থেকে কোনও নগদ, গয়না বা কাগজপত্র কিছু বাজেয়াপ্ত করেনি আইটি টিম। স্বরূপের কথায়, "ওঁরা যে ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন, সেটা নিয়েই বেরিয়ে গিয়েছেন।" আয়কর কর্তারা যা যা প্রশ্ন করেছেন, তার সব উত্তরই তিনি দিয়েছেন বলেও দাবি স্বরূপের।শাসকদলের নেতাদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দীর্ঘ তল্লাশি, হানা বা গ্রেফতার নতুন নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করেছিল ইডি। মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতেও যে দিন সকালে ইডি ঢুকেছিল, সেই রাতেই তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে বার হয়েছিল তারা। তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করতে সিবিআই সময় নিয়েছিল মেরেকেটে ঘণ্টা চারেক। বিজেপির টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বাড়িতেও ১২ ঘণ্টা আয়কর তল্লাশি চলেছিল। তবে এ ব্যাপারে জীবনকৃষ্ণ ছিলেন সকলের উপরে।বস্তুত, জীবনকৃষ্ণের বাড়ির তল্লাশিতে নাটকের পর নাটক হয়েছিল। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় বাড়ির পাশের পুকুরে মোবাইল ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বিধায়ক। তার পর সেই পুকুরের জল ছেঁচে, কচুরিপানা সরিয়ে ফোন উদ্ধার করতে কার্যত নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদের। কিন্তু স্বরূপের ক্ষেত্রে সে সব কিছু দেখা যায়নি। আপাতদৃষ্টিতে 'নিস্তরঙ্গ'ই থেকেছে ব্যাপারটা।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষভাগে, একমতে খ্রিস্টের দেড় হাজার বছরেরও আগে। মহাভারতে আছে যে নিষাদদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য বিনাশণ নামক স্থানে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়েছে। নদীর স্থানীয় নামই এই ঐতিহ্য বহন করছে। আবার অনেকে বলেন, সিন্ধুনদই সরস্বতী। সরস্বতী ও সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ আসানসোলে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

ইতিমধ্যে তারও বেশ নাম হয়েছে। আসানসোলেরর কাছেই উত্তরপূর্ব দিকে রাজা নরোত্তম সিংহ বিদ্রোহ করছিলেন। খাজনা দেওয়া নিয়ে সমস্যা করছিলেন। তখন আকবর বেঁচে ছিলেন। তার নির্দেশে শের আফগান গিয়ে রাজা নরোত্তম সিংহকে আক্রমন করলেন। রাজা নরোত্তম সিংহ পরাজিত করলেন। শের আফগান তাকে হত্যা করলেন। তছনছ হয়ে গেল রাজা নরোত্তম সিংহের প্রাসাদ। অনেকে পালিয়ে গেলেন। এলাটকা দখল করলো আকবরের লোকেরা। ওখানে কাজী বসানো হল। জায়গাটা হয়ে গেল মুসলিমপ্রধান। এখন অণ্ডচুরুলিয়া। কাজী নজরুলের জন্মস্থান। রাজা নরোত্তম সিংহের প্রাসাদ, তোরণ, অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র তৈরির গড় ১৯৯০-এর দশকেও ভাংচুর হয়ে তার সব চিহ্ন বিলীন হয়ে গেছে। এক অভিশাপ যেন ঘোরে রাজা নরোত্তম সিংহের এলাকায়। কেউ সেখানে চিরকাল শান্তিতে থাকেনা। কোন প্রশাসক বা নেতা এমনকি গুণীজনও শান্তি পায়না। শান্তি পাননি শের আফগানও। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর শের আফগানকে কোনঠাসা করতে তার ওপর নিয়ে গিয়ে বসালেন তার সৎভাই কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে। তাকে করে দিলেন বর্ধমানের গভর্নর, মানে সুবেদার। কিছুদিনের মধ্যে কুতুবুদ্দিন শের আফগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে সে নাকি সব সময় আফগানদের পক্ষ নেয়। সেইমত শের আফগানকে তলব করা হল। দিনটা ছিল ১৬০৭ সালের ৩০ মে। তিনি বুঝলেন কোন চক্রান্ত আছে। তার দুই পার্শ্বচরকে নিয়ে তিনি যখন তিনি কুতুবুদ্দিনের কাছে গেলেন তখনই কুতুবুদ্দিন তাকে বন্দি করতে হুকুম দিলেন। শের আফগান সোজাসুজি কুতুবুদ্দিনকেই আক্রমন করলেন এবং সাংঘাতিকভাবে আহত করলেন। কুতুবুদ্দিনের রক্ষীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড রক্তপাতের মধ্যে পাশের দরজা থেকে শের আফগান বেরিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির দিকে গেলেন। তার আশঙ্কা ছিল জাহাঙ্গীরেরর লোকেরা মেহেরুন্নিসার ওপর অত্যাচার করবে। তারচেয়ে তিনিই মেহেরুন্নিসাকে মেরে ফেলবেন। কিন্তু পথেই শের আফগানের মৃত্যু হল। ওদিকে ওইদিন রাত্রেই কুতুবুদ্দিন মারা গেলেন। খবরটা জাহাঙ্গীর যখন পেলেন তখন তিনি দুটো সিদ্ধান্ত নিলেন। এক, শের আফগান এবং কুতুবুদ্দিনের একসঙ্গে পাশাপাশি সমাধিস্থ করা হবে। আর দ্বিতীয় হল কেউ মেহেরুন্নিসাকে ছোঁবেনা। তার ওপর সম্মান জানাবে। তাই হল। এরপরও পাঁচ বছর মেহেরুন্নিসাকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে রাখলেন জাহাঙ্গীর। শেষে ১৬১১ সালের ৩০ মে কয়েকটা শর্তে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মেহেরুন্নিসার বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের অন্ডালের মেয়ে মেহেরুন্নিসা বিয়ের পর হয়ে গেল সম্রাজ্ঞী নূর জাহান। পরবর্তীকালে তিনিই হলেন দিল্লির শাসক। জাহাঙ্গীরের ২০তম এবং শেষ বেগম। সব দিক দিয়ে চৌকশ, পন্ডিত, শিল্পকলা এবং স্থাপত্যকলার জ্ঞান আর রাজ্যশাসনের পদ্ধতি নূর জাহানকে ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে তৈটি করেছিল। ১৬৪৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর লাহোরে ৬৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মেহেরুন্নিসা ওরফে নূর জাহান। ততদিনে তিনি দিল্লির মসনদে বসিয়ে দিয়েছেন শাহজাহানকে।এক দিকের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে অন্যদিকে আজ প্রায় ৪০০ বছর আগেকার কথা। আজকের আসানসোল মহানগর তখন ধূ ধূ করা মাঠ এবং আসান গাছের জঙ্গল(আসান হচ্ছে এক ধরণের বৃহৎ উদ্ভিদ,প্রায় ১০০ ফুট লম্বা হয়, যার ছাল ফুটো করলে বেরোয় প্রচুর সুমিষ্ট পেও জল আর সল হচ্ছে রাঢ় বাংলার স্যাঁতস্যেঁতে নিচু জমি।তবে দুঃখের বিষয় এখন আর আসানসোলে আসান গাছ দেখা যায় না, যদিও তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়।তামিলে এর নাম মারুথাম, কর্ণাটকে বলে মাত্তি। বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান আসান গাছের জন্য বিখ্যাত। শ্রীলঙ্কায় এর নাম আসানা।

জনমানবহীন প্রান্তরে এক আধটি বাড়ি, দু-তিনটি বাড়ি নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র গ্রাম।এই ছন্নছাড়া গ্রামগুলোতে যজমানি করতেন এক গরীব ব্রাহ্মণ-কাঙালীচরণ চক্রবর্তী। প্রতিদিন তখনকার নুনিয়া নদী (আজকের শীর্ণকায়, খাল সদৃশ্য, নুনিয়া নয়) পেরিয়ে ওধারের গ্রামগুলিতে যেতেন পুজো অর্চনা করতে, আবার পদব্রজে নদী পেরিয়ে ফিরে আসতেন নিজ বাটিতে। এইভাবেই বহুকষ্টে দিন গুজরান করতেন।কিন্তু তবুও তো সংসার চলেনা।এরকমই এক শীতের দিনে- দিনটি ছিল ১ লা মাঘ, যজমানের ঘরে পুজো করে সেদিন কিছুই পাওয়া যায়নি।নুনিয়া নদী পেরিয়ে এসে ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত কাঙালীচরণ এক গাছতলার শীতল ছায়ার নীচে শুয়ে পড়লেন। তলিয়ে গেলেন অতল ঘুমের দেশে। হটাৎ করে ঘুম ভেঙে গালি। একি ? দিনের আলো তো এখনও আছে, অথচ কিছুটা জায়গা একদম অন্ধকার কেন ? সেই অন্ধকারের মধ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে- এক ঘাগড়া পরিহিত বুড়ি ঠুক ঠুক করতে করতে বাঁশের লাঠি নিয়ে উনার দিকেই তো এগিয়ে আসছেন।সেই বুড়ি কিছু না বলে কাঙালী চরণের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কাঙালীচরণের চোখ যেন ঝলসে গেল, সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ ঝলক বয়ে গেল।ব্যাস আর কিছু মনে নেই।আবার ঘুমের অতলে ডুবে গেলেন।ঘুমের মধ্যেই দেখলেন সেই বুড়িকে আবার।পরিষ্কার শুনতে পেলেন- তোর আর উঞ্ছবৃত্তির দরকার নেই, তোর কোলেই দেখবি তিনটি ছোট পাথরের ঢিবি রেখে এসেছি । মাঝখানে আমি, মা ঘাগরবুড়ি, আমার বাঁয়ে মা অন্নপূর্ণা, ডাইনে পঞ্চানন মহাদেব।এইখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, আর কোথাও যেতে হবে না।

মা ঘাগরবুড়ির আদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৬২০ সালে।এই পাথরের ঢিবিগুলিকেই সিঁদুর লেপে, ফুল এবং রুপোর গয়নায় সাজানো হয়। কিছুদিন আগেও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, গাছের নিচে ছিল ঠাকুরের থান। বর্তমানের মন্দির প্রতিষ্টাতা ও সেবাইত হিসাবে মন্দির গাত্রে লেখা আছে, আসানসোলের জায়গীরদার নকড়ি রায় এবং রামকৃষ্ণ রায়ের নাম।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কাঙালীচরণের কাছে যদি মাতৃ আজ্ঞা এসে থাকে ১লা মাঘ, ১৬২০ সালে তবে আসানসোলের জায়গীরদার কিভাবে এই মন্দির প্রতিষ্টা করেন। খুবই যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন, উনারাই যদিও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু সেটি হওয়া উচিত অবশ্যই ১৭৪২ সালের পরে। কেন সেই কারণটা বলি- ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে সরফরাজ খাঁ কে অন্যায় ভাবে হত্যা করে আলিবর্দী বর্দী খান হলেন বাংলার নবাব। সরফরাজ খাঁর শ্যালক রুস্তম জং আলীবর্দী খানকে হটাতে, নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সালটি ১৭৪২, মারাঠা সেনাপতি রঘুজী ভোঁসলের চল্লিশ শতাধিক অশ্বারোহী সৈনিক তখন লুটতরাজ চালিয়ে সমগ্র বাংলায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন, যা বর্গী আক্রমণ নামে কুখ্যাত। ইনার দুইজন সেনাপতি ছিলেন, হিন্দু সেনাপতি ছিলেন ভাস্কর পন্ডিত এবং মুসলিম সেনাপতি মীর হাবিব। রাঢ় বাংলায় বর্গীরা বারবার হানা দেয় পঞ্চকোট রাজার গড়ে। সেই সময় পঞ্চকোটের রাজা শত্রুঘ্নশেখর গড়ুরনারায়ণ সিংদেও(১৭১৯-১৭৫০), পঞ্চকোট গড় রক্ষার দায়িত্ব পরে ক্ষত্রিয় বীর ন-কড়ি রায় ও রামকৃষ্ণ রায়ের কাঁধে।

যদিও বর্গী আক্রমনে পঞ্চকোট গড় ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এনাদের দুজনের বীরত্বের কাহিনী, রাজার কানে যায়। তিনি এঁদের দুজনকে আসানসোল বনাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকার জায়গীরদার হিসাবে নিযুক্ত করেন। এরপরে ইনারা দুজনে জঙ্গল কেটে আবাদ ভূমির প্রতিষ্ঠা করেন। আসান গাছ কেটে সোল ডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম হয় আসানসোল। গাছতলার ঠাকুরের পরিবর্তে নির্মাণ করেন শ্রী শ্রী ঘাগরবুড়ি চন্ডী মাতার থান ও মন্দির।

বর্তমানে যুগের হাওয়ায় দোকানপাট, বাঁধানো মন্দির, যাত্রীনিবাসের ছড়া ছড়ি। শনি মঙ্গলবারে তো গাড়ি ও বাস পার্টির মেলা বসে যায়। দুবেলাই এখন নিত্যপূজা হয়। লোহার খাঁচার মধ্যে দিয়ে ভক্তের দলের লম্বা লাইন মৃদু মন্দ গতিতে এগিয়ে চলে দেবদেবী দর্শনে, যার সিংহভাগ বর্তমানে ঝাড়খন্ড থেকে আগত ভক্তের দল।আর সেই ১৬২০ সালের ১ লা মাঘকে স্মরণ করে প্রতি বছর মন্দিরের সামনের মাঠে বসে ঘাগরবুড়ি চন্ডীমাতার মেলা।

এই মেলার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, আসানসোলের মতন বৃহৎ শহরের এত নিকটে হয়েও, এই মেলা তার গ্রামীণ চরিত্রকে এখনও ধরে রেখেছে।অন্য যে কোন গ্রামীন মেলার সঙ্গে এই মেলার কিছু মাত্র তফাৎ চোখে পড়বেনা।কিন্তু আছে, এই মেলার একটি বিশেষ চরিত্র আছে।এখানে আগত গ্রাম এবং শহরের লোকজনদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০% ,হচ্ছে ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িশা থেকে আগত।আসলে কয়লা এবং শিল্পাঞ্চল হবার কারণে আসানসোলের জনবিন্যাস এরকমই, ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ বলা যায়।তাই স্বচ্ছন্দে ঘাগরবুড়ির মেলাকে ভারতের সার্বজনীন মেলা হিসাবে গণ্য করাই যেতে পারে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ননদ শ্বেতার জন্মদিনে অনুপস্থিত ঐশ্বরিয়া, কিন্তু কেনো?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৫০-এ পা দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চনের কন্যা শ্বেতা বচ্চন নন্দা। মেয়ের জন্মদিনের আয়োজনে কোনও কমতি রাখেননি অমিতাভ ও জয়া বচ্চন। রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইতে এক পার্টির আয়োজন করেছিলেন বচ্চন দম্পতি। অতিথি তালিকায় ছিলেন করণ জোহর, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী, সুহানা খানরা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বলিপাড়ার খ্যাতনামী সব তারকাও। তবু ননদের জন্মদিনে গরহাজির ভাইয়ের স্ত্রী ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। যদিও মেয়ের জন্মদিনে পরিবারের জুড়ে থাকার কথাই লিখেছেন অমিতাভ।

বোনের জন্মদিনের সকালেই শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। বোনের সঙ্গে ছোটবেলায় কাটানো নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে শ্বেতাদি, আমি হয়তো বলি না বা দেখাই না, কিন্তু তুমি আমার কাছে সব। আই লাভ ইউ।'

ভাই বোননকে শুভেচ্ছা পাঠালেও ঐশ্বরিয়া ননদকে নিয়ে কোনও পোস্ট দেখা যায়নি। এমনকি শ্বেতার জন্মদিনের পার্টিতে ঐশ্বর্যার অনুপস্থিতি নিয়েও শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বলিপাড়ার অন্দরের কানাঘুষো, শ্বেতা-ঐশ্বরিয়ার নাকি একেবারেই বনিবনা নেই। যদিও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। বিভিন্ন সময় বলিপাড়ার নানা অনুষ্ঠানে গোটা বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দেখা গিয়েছে ঐশ্বরিয়াকে। ছবিও তুলেছেন সকলের সঙ্গে। তবু যেন বচ্চন পরিবারের অন্দরের ফাটল নিয়ে কানাঘুষোর অন্ত নেই। এ বার শ্বেতার জন্মদিনে ঐশ্বর্যার অনুপস্থিতির পর ফের যেন জোরালো হল সেই জল্পনা। শেষমেশ পরিস্থিতি সামাল দিতেই কি মাঠে নামলেন অমিতাভ? মেয়ের জন্মদিনে পারিবারিক ঐক্যের কথা লিখলেন তিনি। শ্বেতার উদ্দেশে অমিতাভ লেখেন,'পরিবারই একমাত্র শক্তি, যা সকলকে একসঙ্গে ধরে রাখে। আশা করব, সারা জীবন এমনই থাকবে।'

শাহরুখ-কন্যাকে নিয়ে সমালোচনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতোমধ্যে অভিনয়ে অভিষেক হয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে নিয়ে চলে নানা আলোচনা। তিনি কী পরছেন, কখন এবং কার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেদিকেও ভক্তদের গভীর নজর। এদিকে সুহানার স্নানের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অভিনেত্রী নিজেই ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। এ ভিডিওতে শাহরুখ খানের মেয়েকে বাথটাবে সময় উপভোগ করতে দেখা গেছে। মুহূর্তেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যায়।

ভাইরাল সেই ভিডিও নিয়ে চলছে নানা সমালোচনা। রমজানে এমন ভিডিও পোস্ট করায় কটাক্ষের শিকারও হচ্ছেন তিনি।

প্রসঙ্গ বিয়ে, গত দুই বছরে ছেলে খোঁজার সময় পাননি সায়ন্তিকা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর থেকেই চর্চায় পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে লড়েছিলেন সায়ন্তিকা। কিন্তু বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে যান। হেরে গেলেও বাঁকুড়াকে ছেড়ে দেননি। গত দু'বছর কলকাতা-বাঁকুড়া 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করেছেন বলে দাবি অভিনেত্রীর। তার আশা ছিল, বিধানসভায় দলকে যে আসন দিতে পারেননি, লোকসভায় সেটাই ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই আশাপূরণ হল কই! তার বদলে বাঁকুড়া আসনে তৃণমূল টিকিট দিয়েছে তালড্যাংরার বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তীকে। তার পর বিভিন্ন সময় টিকিট না পাওয়ার আক্ষেপের কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। রটে যায়, তিনি নাকি দল ছাড়ছেন। যদিও তা একেবারেই অসত্য। কিন্তু এর মাঝেই আরও এক গুঞ্জন। এবার নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন সায়ন্তিকা? সায়ন্তিকা বলেছেন, 'আমি নিজের উপর একটু সদয় হয়েছি। আসলে, গত দু'বছর বিশ্রাম হয়নি সেভাবে। কলকাতা-বাঁকুড়া যাতায়াত করতাম। একটা সময় মনে হচ্ছিল, এই চার চাকার গাড়িতেই জীবন কেটে যাবে। এই দু'বছরে আমার শরীরের উপর দিয়ে খুব ধকল গিয়েছে। তাই এখন একটু নিজের যত্ন নিচ্ছি। নিজের শরীর, স্বাস্থ্য ও ত্বকের যত্ন নিচ্ছি। আর এখন তো প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আমি নিচুতলার সংগঠনের কাজ করে এসেছি। বাকি যা করার, প্রার্থীরা করবেন।'

টিকিট না পাওয়ার কারণে কি বাঁকুড়ার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ল সায়ন্তিকার? অভিনেত্রীর জবাব, 'তেমন কিছু নয়। কাল যদি প্রয়োজন পড়ে, ফের ছুটে যাব। তবে এই দু'বছর আমি রাজনীতিতে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলাম। তাই সিনেমার দিকে কম সময় দেওয়া হচ্ছিল। আসলে, আমি তো রাজনীতি শিখে আসিনি। সবটা বুঝে নিতে সময় লাগছিল, আরকি! তা ছাড়া, একটা লক্ষ্য নিয়েও এগোচ্ছিলাম। যার কারণে খাটাখাটুনি করেছি।'

কিন্তু এর মাঝেই যে খবর, সায়ন্তিকা নাকি বিয়ে করছেন! এই প্রসঙ্গ তার সাফ জবাব, 'আমি এই দু'বছরে ছেলে খোঁজার সময় পাইনি। তাই বিয়ে যদি করি, সবাইকে জানিয়ে করব। লুকোচুরিতে বিশ্বাসী নই। অনেকেই তো অনেক কিছু রটান।'

হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা সব্যসাচী

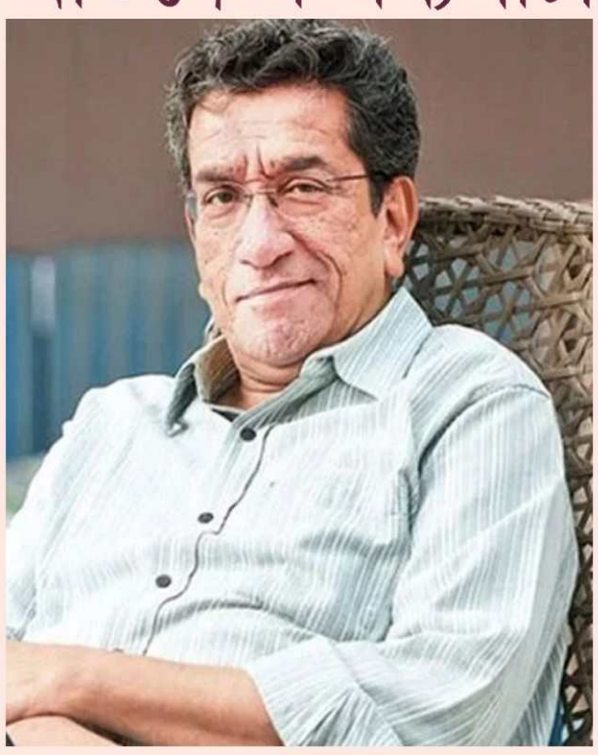

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ভারতীয় বাংলা সিনেমার বর্ষীয়ান অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। তবে কী অসুস্থতা নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, সে বিষয়ে কিছুই জানায়নি তার পরিবার।

সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, সব্যসাচীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শোনা যাচ্ছে পেসমেকার বসানো হতে পারে। কিন্তু পুরো বিষয়টিই আপাতত পরিবারের পক্ষ থেকে গোপন রাখা হয়েছে।

নিউজ১৮ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গতকাল রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করায় আজ সকালে কলকাতার বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সব্যসাচীকে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. প্রিয়ম মুখার্জির তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ফেলুদা।

সব্যসাচীর হার্টে ব্লক ধরা পড়েছে, পেসমেকার বসাতে হবে। এই মুহূর্তে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেও এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও নাতির অন্নপ্রশনের অনুষ্ঠানে বেশ চনমনে ছিলেন তিনি। বলা যায় সবকিছু নিজের হাতে সামলেছিলেন এই গুণী অভিনেতা। তবে ঠিক কী কারণে সব্যসাচীকে হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তা নিয়ে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি পরিবারের।

পরীর টলিউড অধ্যায় শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিন্ন দুই দেশের শহর হলেও ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। ভাষা তো বটেই, সংস্কৃতিগত দিক দিয়েও দুই অঞ্চলের মানুষ একাকার। ফলে পারস্পরিক শিল্পী বিনিময় চলছে যুগ যুগ ধরেই। কলকাতার অভিনয়শিল্পীরা যেমন ঢাকায় কাজ করেছেন, করেন; তেমনি ঢাকার তারকারাও পা গলিয়ে যাচ্ছেন টলিউডের পথে। এই ঢাকা টু কলকাতা অধ্যায়ে নতুন নাম পরীমণি। টলিউডের সিনেমায় কাজ করছেন তিনি। খবরটা অবশ্য ক'দিন আগেই দিয়েছেন এ নায়িকা। গত ১৮ মার্চ শুরু হয়েছে তার সেই মিশন। সোশ্যাল হ্যান্ডেল মারফত খবরটা তিনি নিজেই দিয়েছেন। এদিন বিকালে ফেসবুক স্টোরিতে ক্যামেরার ছবি শেয়ার করেন পরী। যেখানে দেখা যাচ্ছে, চিত্রগ্রাহক চিত্র ধারণ করছেন। সঙ্গে পরী বলেছেন, 'শুটিং চলছে।'

এর আগে, গত ১৭ মার্চ রাতে ঢাকা থেকে কলকাতায় গেছেন পরীমণি। বিমান সফরের এক ঝলক অন্তর্জালে শেয়ার করে নায়িকা বলেছেন, 'যাচ্ছি। কলকাতায় কাল প্রথম শুটিং। দোয়া করবেন।' অতীতে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ প্রযোজনার ছবিতে কাজ করেছিলেন বটে। তবে এই প্রথম কলকাতার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ছবিতে কাজ করছেন পরীমণি। তাই উচ্ছ্বাসের মাত্রাও কিঞ্চিৎ বেশি। ছবির নাম 'ফেলুবকশি'। এটি পরিচালনা করছেন দেবরাজ সিনহা। ছবিতে পরীর সঙ্গে সোহম চক্রবর্তীকে দেখা যাবে।

রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি হার্দিকের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুজরাট থেকে অধিনায়ক হয়েই মুম্বাইয়ে এসেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। আর তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন রোহিত শর্মা।

এদিকে, রোহিতকে বাদ দেওয়ার নেতিবাচক প্রভাবও দেখা গিয়েছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে। প্রতিনিয়ত কমে আসছিল তাদের অনুসরণকারীর সংখ্যা। রোহিতের প্রভাব মুম্বাইয়ে কতখানি বেশি। তা প্রমাণ হয়ে যায় পুরোদমে। কিন্তু যার জন্য এত কিছু সেই রোহিতের সঙ্গে হার্দিকের সম্পর্ক কেমন? আইপিএল শুরুর চার দিন আগে এনিয়ে মুখ খুললেন হার্দিক।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্ব পাওয়ার রোহিতের সঙ্গে খেলেননি হার্দিক। এমনকি রোহিতের সঙ্গে কথাও বলেননি তিনি। এর একটা ব্যাখ্যা অবশ্য দিয়েছেন তিনি, 'রোহিতের সঙ্গে কথা বলার তেমন সময় পাইনি। ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত ছিল। প্রচুর সফর করতে হয়েছে রোহিতকে। দলে যোগ দিলে অবশ্যই রোহিতের সঙ্গে কথা বলব।'

২০২৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে পায়ে চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠের বাইরে আছেন সময়ের অন্যতন সেরা এই অলরাউন্ডার। আইপিএল দিয়েই আবার ২২ গজে ফিরবেন তিনি। তার জন্য জায়গা করতে গিয়ে বাদ পরেছেন রোহিত। দু'জনের সম্পর্ক এখন আসলে কেমন, এই নিয়েও আছে প্রশ্ন। তবে হার্দিক আশ্বস্ত করেছেন সবাইকে।

'রোহিত ভারতীয় দলের অধিনায়ক। ওর কাছ থেকে সব সময় সাহায্য পেয়েছি। মুম্বাই এখনও পর্যন্ত যা কিছু অর্জন করেছে, সবই রোহিতের নেতৃত্বে করেছে। আমি শুধু দলের এই যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। আমার ক্রিকেটজীবনে প্রায় সবটাই রোহিতের নেতৃত্বে খেলেছি। তাই জানি, রোহিত সব সময় আমার পাশে থাকবে।' বলছিলেন হার্দিক।

ফেরার ম্যাচে হার পান্তর, জয় দিয়ে আইপিএল শুরু পাঞ্জাবের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার প্রায় ১৫ মাস পর মাঠে ফেরাটা রাঙাতে পারলেন না দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক রিশাভ পান্ত। তিনি ১৩ বলে ১৮ রান করে সাজঘরে ফেরেন। তার দলও পাঞ্জাব কিংসের কাছে হেরেছে ৪ উইকেটে।

শনিবার দিল্লির দেওয়া ১৭৪ রানের জবাবে খেলতে নেমে ১৯.২ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাঞ্জাব। এবারের আইপিএল জয় দিয়েই শুরু করল দলটি।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দিল্লির দুই অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার (২৯) ও মিচেল মার্শ (২০)। কিন্তু তারা ফিরতেই মুখ থুবড়ে পড়ে দিল্লির মিডল অর্ডার। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর প্রায় ১৫ মাস পর মাঠে ফেরাটা রাঙাতে পারেননি অধিনায়ক রিশাভ পান্ত। ১৩ বলে ১৮ রান করেন তিনি। শেষ দিকে অক্ষর প্যাটেলের ২১ ও অভিষেক পোড়েলের ১০ বলে ৩২ রানের ক্যামিও ইনিংসে লড়াকু পুঁজি পায় দিল্লি। সর্বোচ্চ ৩৩ রান আসে শাই হোপের ব্যাট থেকে।

পাঞ্জাবের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন অর্শদীপ সিং ও হার্শাল প্যাটেল। জবাবে খেলতে নেমে শুরুটা খুব ভালো হয়নি পাঞ্জাবের। পাওয়ার প্লের ভেতরই হারিয়ে ফেলে দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও জনি বেয়ারস্টোরের উইকেট।

চারে নেমে এরপর হাল ধরেন কারান। পঞ্চম উইকেটে স্বদেশি লিয়াম লিভিংস্টোনকে সঙ্গে নিয়ে ৬৭ রানের জুটি গড়েন তিনি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকতে পারেননি। খলিল আহমেদের বলে বোল্ড হয়ে ৪৭ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৬৩ রান করে ফেরেন তিনি।

তবে দলের জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়েন লিভিংস্টোন। ২১ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় অপরাজিত ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দেন ডানহাতি এই ব্যাটার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের

'ট্রফি ট্যুর' শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০২৪ সালের আসর। আসন্ন এই টুর্নামেন্টের ট্রফি ট্যুর আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। দুইবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিস গেইল ও যুক্তরাষ্ট্রের বোলার আলী খান নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুরের উদ্বোধন করেন।

বিশ্বকাপের ট্রফিটি চার মহাদেশের মোট ১৫টি দেশ পরিভ্রমণ করবে। এ সময় প্রতিটি দেশের বিখ্যাত সব ট্রফির স্থানসমূহে ফটোশ্যুট হবে। ১৫ দেশের বাইরেও বিশ্বকাপ ট্রফি আমেরিকা মহাদেশের উদীয়মান ক্রিকেট খেলুড়ে দেশ- আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও কানাডায় যাবে দেশগুলোর ক্রিকেট অনুরাগী ও ভক্তদের সম্পৃক্ত করতে।

আগামী ১ জুন থেকে প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তিনটি ভেন্যুতে হবে যুক্তরাষ্ট্র পর্বের ম্যাচগুলো। নিউ ইয়র্কে হবে আটটি ম্যাচ। বাকি দুটি ভেন্যুতে চারটি করে হবে বাকি আটটি ম্যাচ।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ পর্বের ম্যাচগুলো হবে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা, বার্বাডোজ, গায়ানা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট, গ্রিনাডিনেস এবং ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোতে।

১৮ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ট্রফি ট্যুরের বিস্তারিত:

১৮ থেকে ২০ মার্চ: নিউ ইয়র্ক।

২১-২৩ মার্চ: হাস্টন, গ্র্যান্ড প্রেইরি অ্যান্ড ডালাস।

২৬-২৭ মার্চ: বুয়েন্স আয়ারস।

২৮-২৯ মার্চ: সাও পাওলো।

৩-৪ এপ্রিল: জ্যামাইকা।

১৩-১৪ এপ্রিল: বার্বাডোজ।

১৭-১৮ এপ্রিল: অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা।

১৯-২০ এপ্রিল: সেন্ট লুসিয়া।

ফ্রান্সের হয়ে রেকর্ড ম্যাচ খেলা হচ্ছে না গ্রীজম্যানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গোঁড়ালির পেশীতে টান লাগায় জার্মানি ও চিলির বিপক্ষে ফ্রান্সের জার্সি গায়ে রেকর্ড টানা ৮৪ ম্যাচ খেলা হচ্ছে না অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড আঁতোয়ান গ্রীজম্যানের। ২৪ মার্চ জার্মানি ও ২৭ মার্চ চিলিকে বিপক্ষে খেলবে ফ্রান্স।

২০১৬ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম ফরাসি স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের এই তারকা। আগামী ১৪ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ইউরো ২০২৪ টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ফ্রান্স এই প্রীতি ম্যাচে অংশ নিবে। ২০১৭ সালের জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের পর ফ্রান্সের হয়ে প্রতিটি ম্যাচেই খেলেছেন গ্রীজম্যান। এ পর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ১২৭ ম্যাচ খেলা গ্রীজম্যানের পরিবর্তে প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ল্যাজিওর মাত্তেও গুয়েনডুজি। ফ্রান্সের হয়ে এ পর্যন্ত ৪৪ গোল করেছেন গ্রীজম্যান। ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশ্যম স্বীকার করেছেন গ্রীজম্যানের বিকল্প কেউ নেই। ফ্রান্স দলে এখনো তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কিন্তু দলীয় চিকিৎসকদের পরামর্শেই গ্রীজম্যানকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশ্যম মেনে নিয়েছেন বলে ফ্রেঞ্চ ফুটবল এসোসিয়েশন জানিয়েছে। গত সপ্তাহে অ্যাথলেটিকোর হয়ে মাঠে ফেরার আগে ৩২ বছর বয়সী গ্রীজম্যান চারটি ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন। ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিনি গোল করেছেন। অ্যাথলেটিকো দ্বিতীয় লেগে পেনাল্টিতে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। গত রবিবার লা লিগায় বার্সেলোনার বিপক্ষে ৩-০ গোলের পরাজয়ের ম্যাচটিতে তিনি বিরতির পর বদলি বেঞ্চ থেকে মাঠে নামেন। দেশ্যম বলেছেন, 'গ্রীজম্যান গোঁড়ালিতে সমস্যা অনুভব করছে। যে কারণে গত রাতে ৪৫ মিনিটের বেশী খেলতে পারেননি।'

দেশ্যম বলেন, 'গ্রীজম্যানের মতো মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আমরা এই মুহূর্তে খুঁজে পাব না। তার পরিবর্তে এই পজিশনে খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। আমাদের ভিন্নভাবে পরিস্থিতির সামাল দিতে হচ্ছে।

আগামী ১৭ জুন ডাসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে দেশ্যমের দল ফ্রান্স ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের যাত্রা শুরু করবে।

অর্থ ফেরত পাচ্ছেন মেসির খেলা দেখতে না পাওয়া হংকং সমর্থকরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে প্রীতি ম্যাচে অনেক আকাঙ্খা নিয়ে প্রিয় খেলোয়াড় লিওনেল মেসির খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে এসেছিলেন হংকংয়ের সমর্থকরা। কিন্তু গত মাসে ইন্টার মিয়ামির বিপক্ষে হংকং একাদশের মধ্যকার আয়োজিত এই ম্যাচটিতে ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি মেসি। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মেসি সমর্থকরা।

পুরো স্টেডিয়াম কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকলেও মেসিকে মাঠে দেখতে না পেয়ে ইন্টার মিয়ামি মালিক ডেভিড বেকহ্যাম ও কোচ জেরাডো মার্টিনোকে দুয়োধ্বনি দিয়েছে স্বাগতিক ভক্তরা। এ নিয়ে হংকং সরকারও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আয়োজকদের এ ব্যাপারে জবাবদিহিতার আওতায় আনার নির্দেশ দেয় স্থানীয় সরকার। শেষ পর্যন্ত আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিক্রিত টিকেটের অর্ধেক মূল্য ফেরতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি হংকং একাদশের বিপক্ষে ইন্টার মিয়ামির প্রাক-মৌসুম প্রীতি ম্যাচে আটবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী মেসির খেলা দেখতে সমর্থকরা ৮৮০ হংকং ডলার থেকে শুরু করে আরও উচ্চ মূল্যের টিকেটও ক্রয় করেছিল। কিন্তু ইনজুরির কারণে পুরো ম্যাচে তাকে বদলি বেঞ্চে দেখা গেছে। পরবর্তীতে মেসির এই অনুপস্থিতিতে অনেকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবেও দেখেছে। আয়োজক টালটার এশিয়া জানিয়েছে, যারা এই ম্যাচের জন্য অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে টিকেট ক্রয় করেছে তাদেরকে ৫০ শতাংশ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে টিকেট সংক্রান্ত আয়োজকদের সব শর্ত মেনে নিতে হবে। এ ঘটনায় চাপের মধ্যে থাকা টালটার ম্যাচটি আয়োজনের জন্য হংকং সরকারের কাছে ১৬ মিলিয়ন হংকং ডলার অনুদানের যে আবেদন করেছিল তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। হংকং থেকে পরের ম্যাচ খেলতে ইন্টার মিয়ামি জাপানে যায়। সেখানে টোকিওতে ভিসেল কোবের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মেসি ৩০ মিনিট খেলেছেন, যাতে করে চাইনিজ সমর্থকরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

আইপিএলে বদলে গেল কোহলির দলের নাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৭তম আসরে এসে নিজেদের নাম পরিবর্তন করল বিরাট কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোর (আরসিবি)। এবার থেকে 'বেঙ্গালোর'র পরিবর্তে 'বেঙ্গালুরু' রাখা হয়েছে। এর মানে এখন এই দলটিকে শহরের নতুন নাম 'বেঙ্গালুরু' দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

তবে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি আরসিবির নামে। তারা কেবল দক্ষিণ ভারতের এই শহরের নামের সঙ্গে মিল রেখে ছোট একটি পরিবর্তন এনেছে। 'বেঙ্গালোর'র বদলে এখন থেকে 'বেঙ্গালুরু' ডাকা হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নামের শেষাংশকে।

মঙ্গলবার রাতে কোহলিদের দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে কর্ণাটক সরকার শহরটির নাম পরিবর্তন করে বেঙ্গালোর থেকে বেঙ্গালুরু করেছিল। এটি স্থানীয় ভাষার সঙ্গে যুক্ত রেখেই করা হয়েছিল। তারপর থেকে, ক্রিকেট ভক্তরা এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে এর নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিতে থাকেন। কিন্তু আইপিএলের ১৬তম মৌসুম পর্যন্ত তারা এই পরিবর্তন করেননি এবং এখন অবশেষে তারা এই পরিবর্তনে রাজি হয়েছে।

এর আগে, আইপিএলের আরও দুটো ফ্র্যাঞ্চাইজি নাম পরিবর্তন করেছিল। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস নাম পরিবর্তন করে দিল্লি ক্যাপিটালস করা হয়েছে। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব থেকে হয়েছে পাঞ্জাব কিংস।

উল্লেখ্য, আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএলের ১৭তম আসর। যেখানে আসরের উদ্বোধনী ম্যাচেই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে বেঙ্গালুরু।

ব্রাজিল দলে ফিরলেন

গ্লেইসো ব্রেমেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোটে ছিটকে গেলেন গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। এই সেন্টার ব্যাকের জায়গায় ব্রাজিল দলে ফিরলেন গ্লেইসো ব্রেমেহ। ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র ২৬ বছর বয়সী গাব্রিয়েলের চোটের কথা জানান। চোটের জন্য আগে থেকে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দলে নেই গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, কাসেমিরো, এদেরসন ও মার্কিনিয়োস। দেশের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন ইউভেন্তুস ডিফেন্ডার ব্রেমেহ। ছিলেন গত বিশ্বকাপ দলেও। আগামী রবিবার ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ২৬ মার্চ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে তারা মুখোমুখি হবে স্পেনের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR